দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ 06 FEB 2007
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ২

শুরুতেই শিক্ষা খাতে দুর্নীতি বন্ধে শিক্ষা উপদেষ্টার প্রশংসনীয় সিদ্ধান্ত

এক মাসের মধ্যে শিক্ষা ক্যাডারের সবার পিডিএস প্রণয়নের নির্দেশ

সুলতান মাহমুদ

শিক্ষা খাতে নিয়োগ, বদলি, পদায়ন নিয়ে যুগযুগের দুর্নীতি ও হয়রানি বন্ধে সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত নিয়েছেন বর্তমান শিক্ষা উপদেষ্টা আইয়ুব কাদরী। উপদেষ্টা হিসেবে এ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব গ্রহণের প্রথম কর্মদিবসে তিনি যে দুটি উক্তি করেছিলেন কাজে সে প্রমাণ মিলেছে গতকাল সোমবার জারিকৃত একটি পরিপত্রে। পরিপত্রটি দ্বারা শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম কিছুটা হলেও বিকেন্দ্রীকরণ করা হয়েছে। যদিও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কাজ শিক্ষা খাতে দুর্নীতির সবচেয়ে বড় খনি হিসেবে পরিচিত মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরে ছেড়ে দেয়া হয়েছে। জনাব আইয়ুব কাদরী উপদেষ্টা হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণের পর প্রথম জারি করা এই পরিপত্রটি কেবল বিসিএস শিক্ষা ক্যাডারের শিক্ষক/কর্মকর্তাদের পদায়ন বদলি বিষয়টিই ১১-এর পৃঃ ২-এর কঃ দেখুন

এক মাসের মধ্যে শিক্ষা ক্যাডারের

১২-এর পৃষ্ঠার পর

সীমাবদ্ধ। প্রভাব-প্রতিপত্তি খাটিয়ে ও অর্থের বিনিময়ে বিসিএস শিক্ষা ক্যাডারের শিক্ষকদের বদলি ও পদায়নের ক্ষেত্রে সচরাচর কোন পদ শূন্য করে পছন্দের ব্যক্তিকে সে পদে বদলি বা পদায়নের যে রেওয়াজ চালু ছিল তা কঠোরভাবে রহিত করা হয়েছে নয়া এ আদেশের মাধ্যমে। বলা হয়েছে যে, কোনভাবেই কোন বিষয় শূন্য করে কোন শিক্ষককে বদলি করা যাবে না।

ব্যক্তির বা রাজনৈতিক বিবেচনা, আর্থিক লেনদেন আর স্বজনপ্রীতির অতীতকে পেছনে ফেলে শূন্য পদ সাপেক্ষে মেধা, যোগ্যতা, জ্যেষ্ঠতা, স্বচ্ছতার সাথে বদলি, পদায়নের স্বার্থে অবিলম্বে বিসিএস শিক্ষা ক্যাডারের কর্মকর্তাদের ব্যক্তিগত তথ্যাবলি (পিডিএস) সংগ্রহ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরকে (মাউশি)। পিডিএস প্রণয়নে সময় বেঁধে দেয়া হয়েছে অনধিক এক মাস। সেই সাথে মাউশিকে দেশের সকল সরকারী কলেজে নিয়োজিত শিক্ষকদের শূন্য পদের সংখ্যাসহ প্রয়োজনীয় সকল তথ্য সংরক্ষণ, নিয়মিত পরিচিতি নম্বর (আইডি নম্বর) সংগ্রহ করে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে পাঠানো এবং এক মাস পরপর তথ্যচিত্র হালনাগাদ করতে বলা হয়েছে।

সেই সাথে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের কলেজগুলোতে শিক্ষক সংকট নিরসনে শূন্য পদ অভ্যন্তরীণ পুনর্বিন্যাসের মাধ্যমে পদায়ন, অবসর প্রস্তুতিমূলক (এলপিআর) ছুটিতে যাওয়ার এক বছর আগে কোন কর্মকর্তা/শিক্ষক তার সুবিধামত স্থানে বদলির আবেদন করলে পদশূন্য সাপেক্ষে অগ্রাধিকারভিত্তিতে বিবেচনা করে মাউশিকে ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

বিসিএস শিক্ষা ক্যাডারের শিক্ষক কর্মকর্তাদের মধ্যে কেবল অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষ, সহযোগী অধ্যাপক পদে পদায়নের কার্যক্রম শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে রেখে প্রভাষক ও সহকারী অধ্যাপক পদে পদায়নের দায়িত্ব মাউশিতে ন্যস্ত করা হয়েছে। এ জন্য মাউশি মহাপরিচালককে আহ্বায়ক করে একটি ৩ সদস্যবিশিষ্ট কমিটি গঠন করে দেয়া হয়েছে। তবে ঢাকা শহরের কলেজগুলোর প্রভাষক ও সহকারী অধ্যাপক পদায়নের বিষয়টিও মন্ত্রণালয়ের হাতে থাকছে। বদলি সংক্রান্ত আদেশ অনূর্ধ্ব ৩ দিনের মধ্যে মন্ত্রণালয় ও মাউশি মহাপরিচালকের দপ্তরে পাঠানো নিশ্চিত করতে হবে। পরিপত্র অনুযায়ী এখন থেকে বিসিএস ক্যাডারের শিক্ষক কর্মকর্তাদের বদলির সকল আবেদন মাউশিকে পেশ করতে হবে। কোন আবেদন মন্ত্রণালয়ে পেশ করা যাবে না।

মাউশি বদলির আবেদন পাওয়ার পর তা বিবেচনা করে প্রয়োজনীয় সুপারিশসহ আবেদন ১৫ দিনের মধ্যে মন্ত্রণালয়ে পাঠাবে এবং মন্ত্রণালয় এক মাসের মধ্যে প্রতিটি আবেদন নিষ্পত্তি করবে। এ জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিবকে (প্রশাসন ও অর্থ) সভাপতি করে চার সদস্যের একটি কমিটি গঠন করে দেয়া হয়েছে।

বদলি সংক্রান্ত ইতিপূর্বে জারি করা সকল নীতিমালা বাতিলের কথাও বলা হয়েছে নয়া এ পরিপত্রটিতে।